Released 19-9-1952

যুগান্তর
ছায়া
প্রতিষ্ঠান-লিঃর
নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

বিন্দুর ছেলে

★ Pracharani

সংগঠনকারী

যুগান্তর ছায়া প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের বিন্দুর ছেলে

চরিত্রচিত্রণে :

মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী, রেণুকা রায়, রেবা, বাণী, আশা, করালী, লক্ষ্মী, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যো, কানু বন্দ্যো, মনোরঞ্জন, ভানু, পঞ্চানন ভট্টা, শান্তি ভট্টা, শিবকালী, মীনে, মাষ্টার বিভু, মাষ্টার সুখেন ও আরো অনেকে

চিত্র-নাট্য ঃ নরেশ মিত্র ঃ ঃ ঃ ঃ পরিচালনা ঃ চিত্ত বসু

প্রধান যন্ত্রশিল্পী	সংগীত-পরিচালনা	শিল্প-নির্দেশনা	সম্পাদনা
মধু শীল	কালীপদ সেন	সুনীল সরকার	রবীন দাস
চিত্রশিল্পী	গীতকার	রূপসজ্জা	ব্যবস্থাপনা
রামানন্দ সেনগুপ্ত	তড়িৎকুমার ঘোষ	মনতোষ রায়	কৈলাস বাগচী, পান্ডী বসু
শব্দযন্ত্রী	যন্ত্র-সংগীত	আলোক-সম্পাত	নৃত্য-পরিচালনা
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়	সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা	প্রভাস ভট্টাচার্য	প্রশান্ত মুখার্জি

সহকারী

পরিচালনায় : নরেশ রায়, সতীন্দ্র রায় ★ চিত্রশিল্পে : সাধন রায়, দীনেন গুপ্ত ★ শব্দযন্ত্রে : দুর্গাদাস মিত্র, মৃণাল গুহঠাকুরতা, উপেন শীল ★ সম্পাদনায় : অনিল সরকার ★ শিল্প-নির্দেশনায় : প্রীতি ঘোষ রূপসজ্জায় : কেদার ★ আলোক সম্পাতে : অনিল দাস, কৃষ্ণধন চক্রবর্তী, ফণী সরকার ★ স্থিরচিত্রে : শিল্প মন্দির

★ ★ ★ প্রচারক : রমেন চৌধুরী ★ ★ ★

বেংগল ফিল্ম ল্যাবরেটরী লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

টেকনিসিয়ান্‌স্ ষ্টুডিয়ো লিমিটেড (ভূতপূর্ব কালী ফিল্মস লিঃ)

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনা ঃ কল্পনা মুভিজ লিমিটেড

গল্পাংশ

কথায় বলে ঃ না বিইয়ে কানায়ের মা !

কিন্তু এ কোনো গল্প-কথা নয়, একেবারে নির্ভেলা সত্যি। বিন্দুবাসিনীর পেটের ছেলে না হলে কি হয়, কে বলবে অমূল্যধনের সে গর্ভধারিণী নয় ? সন্তানলাভের অতৃপ্ত বাসনা বিন্দুর অন্তরের অন্তস্তলে যখন ব্যথার ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছিলো তার অজানায়, সেই সময় এক রকম দৈববশে পেয়ে গেল সে অমূল্যধনকে একেবারে বুকের কাছটিতে। বড় বৌ অন্নপূর্ণা বিন্দুর ঘন ঘন মূর্ছার জন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন, প্রশান্তিতে তাঁর মন ও'রে গেল 'দৈব ওষুধের' ক্ষমতা দেখে। বিন্দু নাওয়া খাওয়া ভুলে অমূল্যধনকে নিয়েই মেতে উঠলো, আর তার ফলে অমূল্য খুড়িকে মা ও মা-কে দিদি বলতে সুরু করলো।

ধনীর দুলালী রূপসী বিন্দুবাসিনীকে ভয় করে সকলে—না জানি কখন পান থেকে চুণ খসে। অন্নপূর্ণাও সদাই তটস্থ থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিনি কম ভালবাসেন না ছোটো জা-টিকে স্বামী যাদবের চাইতে। যাদব তো বৌমা বলতে অজ্ঞান! কেউ কিছু বললে বাধা দিয়ে বলে ওঠেনঃ আহা, মা আমার জগদ্ধাত্রী! বরও দেন আবার দরকার হলে খাঁড়াও ধরেন। মা-কে এনে অবধি সংসারে আমার এতটুকু দুঃখ কষ্ট নেই।—

জীবনের নৌকো সময়ের উজান ঠেলে তরতরিয়ে বয়ে যায়, যাদব আফিঙের ঝোঁকে তা দেখেন আর নিজের নির্বাচনের সফলতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। তিনি ছাড়া বোধ হয় আর কেউ চিনতে পারেনি বৌমাটিকে, তাই বিন্দুর কোনো প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখতে পারেন না।…

বিন্দুর দিনগুলি ভারি আনন্দের মাঝেই কেটে যায়। অমন দেবতার মত ভাসুর, মাতৃসমা জা, উদার-হৃদয় স্বামী; তার উপর মনের মত তার ছেলে অমূল্যধন…মেয়ে মানুষের আর কি চাই? কিন্তু এতো সুখ কি থাকে মানুষের কপালে? হঠাৎ অতি সামান্য কারণে ঘনিয়ে এলো বিচ্ছেদের অন্ধকার! চোখের জলে মিলিয়ে গেল সুখের হাসি। অন্নপূর্ণা শপথ করেন, 'ওদের ভাত খাবার আগে যেন ব্যাটার মাথা খেতে হয়!'

বিন্দু প্রাণপণে কানে হাত চাপা দেয়, কিন্তু তার অবরুদ্ধ কানে অস্পষ্ট হ'য়ে পৌঁছায় সেকথা। সুদীর্ঘ বারো বছর পরে বিন্দু সহসা মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে।…

কি থেকে কি হোলো! এ-কোন্ চর মাথা তুললো সুখের দরিয়ায়? কিন্তু সব চাইতে দুর্ভাবনা আজ বাদে কাল নতুন বাড়ির গৃহ প্রবেশ! আশংকা শেষ মুহূর্তে বাস্তব-রূপ নিলো—আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্বে-ভরা বাড়িতে গৃহের আসল মানুষ তিনটিই অনুপস্থিত র'য়ে গেলেন—যাদব, অমূল্যধন, অন্নপূর্ণা!

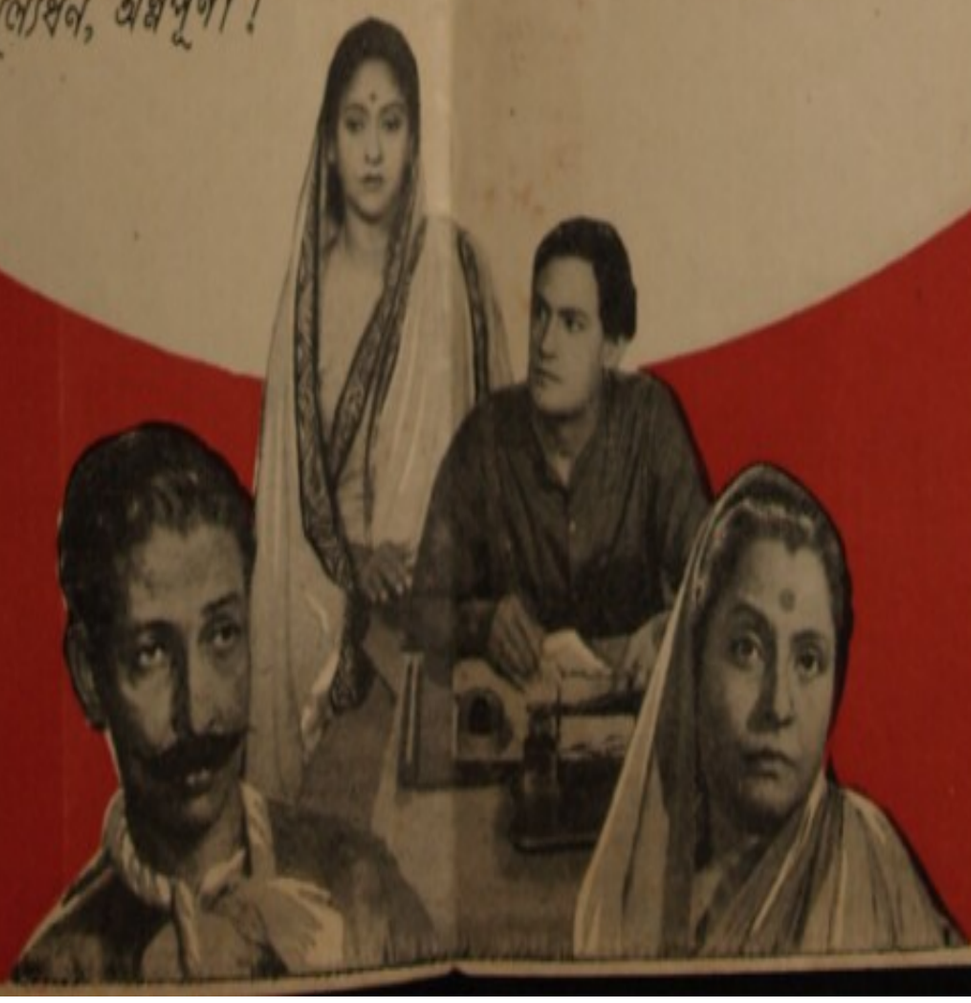

কতো সাধের নতুন বাড়ি, কী উৎসাহ ছিলো বিন্দুর নতুন আয়োজনে. সাজাবে ঘর, করবে ঘরকন্না ঃ সবি কি তাহলে জলের লেখার মত মিলিয়ে যাবে? সত্য হয়ে জেগে থাকবে তার মুখের কথা? ভগবান জানেন তার কথা শুধু কথা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, তবু দিদি সবাইকে নিয়ে দূরে রইলেন। অমূল্য যে তার কাছ ছাড়া হয়ে একটি রাতও ঘুমোতে পারেনি। আর বট্‌ ঠাকুর? এই বুড়ো বয়সে তিনি কিনা পাঁচ ক্রোশ হেঁটে যাতায়াত করেন সামান্য বারো টাকার চাকরি করতে। দিদির দিব্যিই এতো বড়ো হোলো। সে বুঝি দিব্যি দিতে জানে না? সে যদি বলে আসে মাথার দিব্যি দিয়ে এক বাটি বিষ পাঠিয়ে দেবার জন্যে, তাহলে—তাহলে বড়গিন্নীর কি অবস্থা হয়? ভুল যদি সে করে থাকে তাহলে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের কি শেষ নেই? ফিরে পাবে না কি ছেলেকে আবার তার বুকের মাঝে? দিদি, বট্‌ঠাকুর কি আসবেন না নতুন ঘরে ভাঙা মন জোড়া দিয়ে?…

সঙ্গীত

ফাগুনরাতের ফুলঝুরিতে, যে রঙ রঙিন ফুলকুঁড়িতে
তারায় স্বপন এই আমি সেই গো।

রং পেয়ালা এক হাতে মোর
আর এক হাতে আলো,
যার খুশি যা তাই নিয়ে যাও
যেমন লাগে ভালো।
একটিতে ওই চিরমরণ, আরেকটিতে মধুর জীবন
চাও যা আছে এই আমাতেই গো।

তনুতে মোর আতুর নেশা
বাঁধন মায়া আমি,
হৃদয় আমার পূজারিণী
স্বর্গ হ'তে নামি।
এই আমারে যে চায় যেমন,
রই আমি তার পাশে তেমন
আলো আঁধার রই দুটিতেই গো॥

কেশব দত্ত প্রোডাক্‌শন-এর

নির্ম্মীয়মাণ চিত্র

যশস্বী কথাশিল্পী

প্রবোধ সান্যালের

নদ ও নদী

পরিচালনা • চিত্ত বসু

রূপশিল্পী • বর্ত্তমান বাঙলার তারকাবৃন্দ

দ্রুত সমাপ্তি পথে

•

প্রবোধ সান্যালের

আর একখানি অনবদ্য উপন্যাস

?

পরিচালনা • কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিয়োয় নির্ম্মাণরত

একমাত্র পরিবেশক : কল্পনা মুভিজ লিঃ

প্রচারক রমেন চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৫৩নং বেন্টিংক্ ষ্ট্রীট রয়েজ পাবলিসিটির পক্ষ হইতে প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেক কলিকাতা— ৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা